মেহেরপুর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জনসচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ

জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও মাদকবিরোধী কর্মকাণ্ডে নৈতিকতার অবক্ষয় ও বিপথগামিতা রোধকল্পে যুবকদের ভূমিকা শীর্ষক জনসচেতনামূলক প্রশিক্ষণ অনুষ্টিত হয়েছে মেহেরপুর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর যুব উন্নয়নের হলরুমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ফিরোজ আহম্মেদ এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার এস.এম মুরাদ আলী।

এসময় তিনি বলেন, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তরুণ সমাজ। তারা একদিকে যেমন বিভ্রান্তিকর প্রচারণায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে, অন্যদিকে জঙ্গি আক্রমণে তাদের জান-মাল বিপন্ন হচ্ছে।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার কুন্ড, মেহেরপুর জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন।

কম্পিউটার প্রশিক্ষক মো: মাসুদ আল আহসান নোবেল এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, যুব উন্নয়ন এর ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং এর প্রশিক্ষক খাদেমুল হক, ইলেক্ট্রনিক্স প্রশিক্ষক ছাদেকুজ্জামান, মৎস প্রশিক্ষক বিপ্লব কুমার ঘটক, রেফ্রিজারেটর এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং এর প্রশিক্ষক আমিনুল ইসলাম সাগর, ডাটাএন্টি অপারেটর মো: বজলুর রহমানসহ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল স্থরের কর্মকর্তা বৃন্দ এবং ৫০-৫৫ জন যুব ও যুব নারী।

গাংনী পৌরসভা নির্বাচনে ৫ জনের মনোনয়ন পত্র বৈধ

মেহেরপুর জেলার গাংনী পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে ৫ জনের মনোনয়ন পত্র বৈধ ঘোষণা করেছে রিটার্নিং কর্মকর্তা। মঙ্গলবার সকাল থেকে প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র যাচাই বাছাই শেষে এ ঘোষনা দেন রিটার্নিং কর্মকর্তা আহম্মেদ আলী। ৬ জন মেয়র প্রার্থী তাদের মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছিল এর মধ্যে বিএনপি’র বিদ্রোহী প্রার্থী ইন্সারুল হক ইন্সু’র কাগজ পত্রে ত্রুটি থাকায় তার মনোনয়ন পত্র বাতিল করা হয়।

বৈধ প্রার্থীরা হলেন, আওয়ামীলীগের আহম্মেদ আলী, বিএনপির আসাদুজ্জামান বাবলু, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রার্থী আবু হুরাইরা, সতন্ত্র বর্তমান মেয়র আশারাফুল ইসলাম ও তার ছোট ভাই আনারুল ইসলাম।

উল্লেখ্য, দ্বিতীয় ধাপের পৌরসভা নির্বাচনে ১৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে গাংনী পৌরসভা নির্বাচন।

চুয়াডাঙ্গায় ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাত যুবকের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার বড় দুধপাতিলা গ্রামের অরক্ষিত রেলক্রসিংয়ের কাছে ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাত ২৫ বছর বয়সী এক যুবক মারা গেছেন।
গতকাল সোমবার সকাল ১১টার দিকে স্থানীয় জনগণ গুরুতর আহত অবস্থায় ট্রেনে কাটা যুবককে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার পরিচয় জানা যায়নি।

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা রেলওয়ে পুলিশের ইনচার্জ এসআই জিয়াউর রহমান জানান, দামুড়হুদা উপজেলার বড় দুধপাতিলা গ্রামের কাছের

রেলক্রসিংএর অদূরে এ দূর্ঘটনা ঘটে। নিহতের শরীর থেকে তার বাম পা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অতিরিক্ত রক্ষক্ষরণে তার মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
সে কোন ট্রেনে কাটা পড়েছে তা বোঝা যাচ্ছে না। মুমূর্ষু অবস্থায় এলাকার লোকজন তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। তখনো সে জীবিত ছিল। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহতের লাশ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।

মিক্সড মার্শাল আর্টে স্বর্ণ পদক জিতলেন মেহেরপুরের মুনজুর

এক বার ভাবুনতো বড় একটি স্টেজে কোনো এক ব্যক্তি বাংলাদেশের লাল সবুজের পতাকা উড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর সেটি পৃথিবীর ১৮০ টি দেশেরও বেশি মানুষ দেখছে। বাংলাদেশি হিসেবে কেমন বোধ হবে আপনার? গর্ববোধ করবেন তাইতো?

এবার ভাবুনতো পতাকা উড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি যদি আমাদের মেহেরপুরের হয় তাহলে কেমন বোধ করবেন?
হ্যাঁ আজকে আমাদের প্রতিবেদন তেমনি এক সম্ভাব্য তরুণ কে নিয়ে যার বাড়ি আমাদের মেহেরপুরে। নাম মোঃ মুনজুর আলম বিশ্বাস, বয়স ২১ বছর। মাত্র ২১ বছর বয়সেই মিক্সড মার্শাল আর্ট (MMA) এ সে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের হয়ে জিতে নিয়েছে ৩ টি স্বর্ণ পদক।
শুধু তাই না বাংলাদেশের হয়ে বাংলাদেশের মধ্যে সব থেকে কম বয়সে আন্তর্জাতিক প্রফেশনাল মিক্সড মার্শাল আর্ট খেলোয়ার হিসেবে নাম লেখাই পৃথিবীর সব থেকে বড় ফাইট ফাইন্ডার সাইট (শেরডগ.কম)-এ।

বর্তমানে এই তরুণ নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে বাংলাদেশের সবথেকে বড় এবং সুনামধন্য মিক্সড মার্শাল আর্ট ক্লাব হাবিব’স MMA একাডেমি তে। সম্প্রতি এই তরুণ ONE CHAMPIONSHIP এর সিইও ‘চেতরি.সিতিউদথং’ এর পক্ষ হতে কিছু পজিটিভ উত্তর পেয়েছে।

ONE CHAMPIONSHIP হচ্ছে পৃথিবীর সব থেকে বড় মার্শাল আর্ট অর্গানাইজেশন। মোঃ মুনজুর আলম জানিয়েছেন যে, জনাব ‘চেতরি সিতিউদথং’ বলেছে খুব তাড়াতাড়িই মোঃ মুনজুর আলম এবং বাংলাদেশ পৃথিবির সব থেকে বড় মার্শাল আর্ট অর্গানাজেশন ONE CHAMPIONSHIP এর অংশ হবে।

মোঃ মুনজুর আলম আরও জানিয়েছেন, সে আজকে এখানে আসতে পেরেছে সম্পূর্ন বাংলাদেশ এবং মেহেরপুরের মানুষের ভালোবাসাই। তাই সে আগামীতেও সবার দোয়া ও ভালোবাসা নিয়ে, এভাবেই এগিয়ে যেতে চাই এবং বাংলাদেশের পতাকা উড়াতে চাই বিশ্বের দরবারে।

মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যায়ের অনুমোদন দেওয়ায় ছাত্রলীগের আনন্দ মিছিল

মেহেরপুরবাসীকে মুজিববর্ষের উপহারস্বরূপ “মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়” এর অনুমোদন দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আনন্দ মিছিল করেছে মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগ।

গতকাল সোমবার বিকেলে মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এ কে কুতুব এর নেতৃত্বে বাদ্যের তালে তালে আনন্দ মিছিলটি মেহেরপুরের কমিউনিটি ক্লাব থেকে বের হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সামনে সমাপ্ত হয়।

মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এ কে কুতুব এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মুনতাসির জামান মৃদুল, মুজিবনগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ সাকিব, সদর থানা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি শাহীন রেজা, সহ-সম্পাদক এজাজ আহমেদ, গাংনী পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি ডালিম রানা, সাধারণ সম্পাদক নাসিরুল ইসলাম মোহন প্রমুখ।

কুষ্টিয়ায় চোরায়কৃত মোটরসাইকেল ও মোবাইলসহ আটক-৪

কুষ্টিয়ায় চোরায়কৃত মোটরসাইকেল ও মোবাইল ফোনসহ চোর সদস্যের চারজনকে আটক করেছে পুলিশ। জেলা পুলিশ সুপার এস.এম তানভীর আরাফাতের নির্দেশনায় মামুন অর রশিদ (তদন্ত) এর নেতৃত্বে পুলিশের বিশেষ অভিযানে শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে তাদেরকে আটক করেন।

আটকের পর তাদের স্বীকারোক্তি মূলে তাদের হেফাজতে থাকা ১টি ১০০সিসির মোটর সাইকেল ও ১৫টি মোবাইল সেট উদ্ধার করেন।

গতকাল সোমবার বিকেলে কুষ্টিয়া মডেল থানা প্রাঙ্গনে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল ইসলাম প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে সাংবাদিকদেরকে জানান, আটকৃতরা হলো মোল্লাতেঘরিয়া এলাকার রওশন আলীর ছেলে মিলন, কুমারখালী থানার সাওতা উত্তরপাড়া গ্রামের লুৎফর রহমানের ছেলে মেহেদী হাসান, হররা কামারপাড়া এলাকার জয়নাল শেখের ছেলে সজিব শেখ ও চৌড়হাস এলাকার আনারুল ইসলামের ছেলে নুর ইসলাম।

এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল ইসলাম বলেন, কয়েকদিন আগে কুষ্টিয়া মডেল থানায় একটি মোটরসাইকেল চুরির মামলা দায়ের হয়। এরই ধারাবাহিকতায় তদন্ত করতে গিয়ে এই চোর চক্রের সন্ধান পাই। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ মোতাবেক একটি মোটরসাইকেল ও ১৪টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করি। তবে ধারণা করছি আরও হয়ত থাকতে পারে, জিজ্ঞাসাবাদে যাদের নামই আসুক তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হবে।

ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসনের

উদ্যোগে কম্বল বিতরণ

ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ গভীর রাতে ছিন্নমুল অসহায় শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছেন। গত রবিবার রাতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ কম্বল বিতরণ করা হয়।

শহরের পায়রা চত্বর, মুজিব চত্বর, আরাপপুরসহ বিভিন্ন স্থানে দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ও উন্মুক্ত জায়গায় অবস্থানরত ছিন্নমূল মানুষের মধ্যে এসব কম্বল বিতরণ করেন তিনি। এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আরিফ-উজ-জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সেলিম রেজা, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বদরুদ্দোজা শুভসহ জেলা প্রশাসনের উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ জানান, প্রথম ধাপে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে ৩৩ হাজার ৬’শ টি কম্বল এসেছে। এভাবে ঘুরে ঘুরে প্রকৃত শীতার্ত মানুষের মাঝে বিতরণ অব্যাহত থাকবে।

মুজিবনগরে সামাজিক কর্মকান্ড ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে যুবকদের ভূমিকা শীর্ষক প্রশিক্ষণ

মেহেরপুরের মুজিবনগরে সামাজিক কর্মকান্ড ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে যুবক-যুবতীদের ভূমিকা শীর্ষক দিনব্যাপী জনসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মুজিবনগর উপজেলা যুবউন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে গুডনেইবারস্ অফিস প্রাঙ্গণে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর যুবউন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ফিরোজ আহম্মেদের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম।

গুডনেইবারস্ বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি’র বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিসের ম্যানেজার লিংকন রায়ের সঞ্চালনায় উপসিস্থত থেকে প্রশিক্ষণ দেন মুজিবনগর উপজেলা যুবউন্নয়ন কর্মকর্তা বিল্পব কুমার কুন্ডু।

প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ সামাজিক কর্মকান্ড ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে যুবকদের ভূমিকা জনসচেতনামূলক কর্মকান্ড পরিচালনায় করনীয় বিষয়ক বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

মুজিবনগরে ভাষ্কর্যের অতিরিক্ত নিরাপত্তার স্বার্থে বেরিকেড

কুষ্টিয়া শহরের পাঁচ রাস্তার মোড়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মাণাধীণ ভাস্কর্যের হাত ও মুখের অংশ ভাঙচুর করায় দেশের সকল স্থানে ভাষ্কর্য নিরাপত্তা জোরদার করেছে সরকার।

আর সেই আলোকে মুজিবনগরে ভাষ্কর্যের অতিরিক্ত নিরাপত্তার স্বার্থে ভাষ্কর্যের চারপাশে লাল ফিতা টানিয়ে বেরিকেড দেওয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকালে মুজিবনগর থানা পুলিশের নিজ উদ্যোগে অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেমের নেতৃত্বে এ বেরিকেড দেয়া হয়।

এ সময় মুজিবনগর থানা পুলিশ পরিদর্শক(তদন্ত) শরিফুল ইসলাম, সেকেন্ড অফিসার এস আই মোমিনুর রহমানসহ পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
অফিসার ইনচাজ আব্দুল হাশেম বলেন, সরকারের নির্দেশে সারা দেশের ন্যায় আমরাও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভাস্কর্য নিরাপত্তা জোরদার করেছি। ভাস্কর্য পাহারায় পুলিশ সদস্যের পাশাপাশি মুজিবনগর আনসার ব্যাটালিয়ন সদস্যরা কঠোরভাবে নিরাপত্তা দিচ্ছে। তারপরেও কিছু কিছু দর্শনার্থীরা ভাস্কর্যের বাউন্ডারির মধ্যে ঢুকে পড়ছে।

তাই পুলিশ সুপার মহোদয়ের সার্বিক নির্দেশনায় অধিকতর নিরাপত্তার স্বার্থে লাল ফিতা দিয়ে বেরিকেড দেয়া হয়েছে।
যাতে করে কোন দর্শনার্থীরা এই বেরিকেড উপেক্ষা করে ভিতরে প্রবেশ

বেড়েছে সরকারি-বেসরকারি চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান

হারিয়ে গেছে কালি, কলমের লেখা সেসব চিঠি। হারিয়ে যাচ্ছে হলুদ, লাল, নীল খামে প্রিয়জনকে লেখা সেই আবেগ। শহর থেকে অজপাড়াগাঁ সব জায়গায় পৌঁছে গেছে টেকনোলজি। যখন যার ইচ্ছে প্রিয়জনের সঙ্গে বার্তা আদান-প্রদানে চিঠির বদলে ভরসা এখন নতুন নতুন প্রযুক্তি। ফুরিয়ে গেছে ডাকঘরের মাধ্যমে চিঠি পাঠানো কিংবা টেলিগ্রাম পরিসেবার প্রয়োজনীয়তা। লাল রঙা ডাকবাক্স হারিয়েছে তার রং, তালায় পড়েছে মরিচা।

এক সময় জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন স্থানে যত্রতত্র দেয়ালে, গাছে, স্টেশনে, প্ল্যাটফর্মে ডাক বাক্স চোখে পড়ত। দিনে একবার ডাক বাক্স খুলে ডাক বিভাগের লোকজন চিঠিপত্র সংগ্রহ করে নিত। কিন্তু এখন আর শহর বা গ্রামে সেসব ডাকবাক্স তেমন একটা চোখে পড়ে না।

এরও আগে যখন ডাকেরই প্রচলন হয়নি, তখন পোষা পায়রার পায়ে বেঁধে প্রিয়জনের কাছে বার্তা পাঠাতো মানুষ। এরপর এলো ডাকযুগ। প্রিয়জনের চিঠি পাবার আশায় ডাকপিয়নের পথ চেয়ে থাকার দিন হলো শুরু। সে যুগও আর নেই। মোবাইল ফোন থেকে শুরু করে ই-মেইল, ইন্টারনেট, ফেসবুক, ইমো, ভাইবারসহ কত যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবিধা আজ সবার হাতে।

এখনকার সময়ে শহরের চেয়ে খুব একটা পিছিয়ে নেই গ্রাম। গ্রামের মানুষের কাছেও এখন এসব সুবিধা পৌঁছে গেছে। যখন ইচ্ছে প্রিয়জনের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগটা তারাও নিচ্ছে। বার্তা আদান-প্রদানে চিঠির বদলে সবার ভরসা এখন নতুন নতুন প্রযুক্তিতে। এখন শহর থেকে দেশের প্রত্যন্ত অজপাড়াগাঁয়ে পৌঁছে গেছে ইন্টারনেট ও ই-মেইল সেবা। তাই ডাকঘরের মাধ্যমে মান্ধাতার আমলের চিঠি, টেলিগ্রাম সেবার প্রয়োজনও ফুরিয়েছে।
এরই ধারাবাহিকতায় ডাক বিভাগ বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে কালীগঞ্জ

উপজেলায়। অধিকাংশ ডাকঘরে নেই কোনো ডাকবাক্স। দু-একটি থাকলেও তার মধ্যে চিঠির পরিবর্তে থাকে ময়লা-আবর্জনা। জেলা এবং উপজেলা ডাকঘর ছাড়া সব কটিতেই এই নাজুক অবস্থা।

ডাক বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের অভিমত, প্রযুক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়েছে ডাক বিভাগ। এখন কেউ চিঠির খোঁজ নিতে আসে না। তাই কর্মীদেরও চিঠি পৌঁছে দেয়ার নেই কোনো তাগিদ। অলস সময় কাটে সকলের।

অথচ এককালে ডাক বিভাগ ছিলো যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। চিঠি, পণ্য পার্সেল, টাকা পরিবহনে একমাত্র ভরসা ছিলো ডাক বিভাগ। ষাটের দশকে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আওতাবহির্ভূত এলাকার পোস্ট অফিসে ছিল টেলিগ্রাম ব্যবস্থাও। কিন্তু প্রযুক্তির অতল গর্ভে হারিয়ে গেছে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা। এখন আর কেউ টেলিগ্রাফের ধার ধারে না। দ্রুত ধাবমান জীবনে চিঠি লেখার অবকাশ কোথায়! আর মানি অর্ডারে টাকা পাঠানো এখন মৃত ইতিহাস। মোবাইল, এসএমএস, ই-মেইল আর ফেসবুক, ভাইবার, স্কাইপি, ইমো, হোয়াটসআপ সবার হাতে হাতে। এক নিমিষেই যুক্ত হওয়া যায় লাইভ কথোপকথনে।

মানি অর্ডারের বদলে মোবাইল ফোনে মানি ট্রান্সফার। অফিসিয়াল চিঠি ও ডকুমেন্ট পাঠাতে ব্যবহার হচ্ছে কুরিয়ার সার্ভিস। এই অবস্থায় বাংলাদেশের ডাক ব্যবস্থা ঘুরে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নিচ্ছে বটে। তবে তার গতি আশাব্যঞ্জক নয়। দেশে দেশে আধুনিক ডাকসেবায় ই-কর্মাসের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। সেই তুলনায় বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

কালীগঞ্জ (নলডাঙ্গা) উপজেলা ডাকঘরের পোস্ট মাস্টার আব্দুল মালেক জানান, দেশ ডিজিটাল হয়ে গেছে। এখন অনলাইনে সব কাজ। তারপরও ব্যাংক, এনজিও ও সরকারি অফিসের চিঠিপত্র গুলোর চাপ একটু বেশি হয়েছে, কর্ম তৎপরতা আগের চাইতে একটু বেড়েছে । অনলাইনের মাধ্যমে টাকা-পয়সা আদান-প্রদান হচ্ছে । উপজেলার ১৫ টি শাখা ডাক ঘরেও বেড়েছে সরকারি-বেসরকারি চিঠিপত্রের আদান-প্রদান।

অফিসের বাইরে একজন বলেন, মোবাইল ফোন থেকে শুরু করে ই-মেইল, ইন্টারনেট, ফেসবুক, ইমো, ভাইবার, মেসেঞ্জারসহ প্রযুক্তির কত রকমের সুবিধা এখন সবার জন্য। শহরের চেয়ে খুব একটা পিছিয়ে নেই গ্রাম। কারণ এখন সবকিছুই ডিজিটাল হয়েছে। দেশ এখন এগিয়ে যাচ্ছে। হাতের কাছে মানুষ অনেক সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। সরকারি ডাক বিভাগের

পাশাপাশি বেসরকারি কুরিয়ার সার্ভিসে চিঠিপত্র ও টাকা-পয়সা আদান-প্রদান করতে পারছে।